ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০)

—— রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি ~~রাখতে~~ করতে পারেন। প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ধারা থেকে তিনি এক পদ্ধতিতে ব্যতিক্রম। তিনি রোমান্সপ্রবণ ঔপন্যাসিক রূপে সর্বাধিক পরিচিত। রোমান্টিক ভাবনার মধ্যে যে কল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিকাশ থাকে, যে কল্পনার অন্তর্ভেদী পরামন দৃষ্টির দ্বারা লেখক ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, রহস্যের যে গভীরতা উপলব্ধির প্রায় অলৌকিকত্ব অনুভূতি থাকে মরমী শিল্পীর, লেখক বিস্ময়ের যে উদ্বোধন ঘটান স্রষ্টা বিভূতিভূষণের মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল এবং সেই গভীর কবি কল্পনা, লোকাতীত রহস্য চেতনা, অসামান্য বিস্ময়বোধ, তাঁর রচনায় —— প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ কবি — এই কল্পনাময় কবিত্ব তাঁর উপন্যাসকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করেছে।

Scanned with CamScanner

বিভূতিভূষণ প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পী: ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মতো তাকেও বলা যায় — 'The highest priest of Nature' — প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সাধক। বিভূতি ভূষণ জীবন - সচেতন শিল্পী। তিনি রোমান্টিক কিন্তু তা সংগ্রামময় জীবন থেকে সরে যাওয়া নয়, জীবনের গভীরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাই মানবমনের হাসিকান্না আনন্দ বেদনার অফুরান উৎসারণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। সর্বোপরি সীমা - অসীম, শান্ত - অশান্ত মৃত্তিকাময় পৃথিবী — অলৌকিক দেবলোক: সীমাসংবৃত্ত মানবজীবনের মধ্যে অনন্ত ব্যপ্ত অনন্ত প্রসারিত মহাজীবন বিভূতিভূষণের ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে। লেখক পুত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

"মহাকালের অনন্ত প্রবাহ বিভূতিভূষণকে বিস্মিত, নন্দিত ও বিহ্বল করতো। . . . .
বিভূতি - মানসে সেই সারল্যের, সেই প্রজ্ঞার, সেই আধ্যাত্মিক চেতনার স্বরূপ নিহিত আছে: যা পাঠককে সহমর্মিতার পথে নীত করে আনন্দ মন্ত্র জাগরণে বলে — মানুষ চিরনন্দিত, চির: জীবিত।"

— ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায় 'প্রবাসী' তে 'উপেক্ষিতা' গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণের প্রথম আবির্ভাব। তবে ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও বিভূতিভূষণের সমান পারদর্শী। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো — 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০); 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১); 'দুই বাড়ি' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২); 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদার রাজা' (১৯৪৫), 'অথৈ জল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২), 'অশনি — সংকেত' (১৯৫৯)।

'পথের পাঁচালী' নির্মিত হয়েছে অসহায় দারিদ্র্য অথচ উচ্চমানসিকতা সম্পন্ন ছোট্ট পরিবারকে কেন্দ্র করে। 'পথের পাঁচালী' প্রকৃতসত্যে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় অন্তরঙ্গতার শিল্পালেখ্য।

Scanned with CamScanner

আবার 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের আত্মকাহিনী নয়, বিভূতিভূষণের 'আত্মার কাহিনী'। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন —

"বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে ... সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জীবনের মতো সুস্পষ্ট।"

'পথের পাঁচালী' — র পরের অংশ 'অপরাজিত' যাতে অপুর পূর্ববর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ, বিবাহ, সন্তান লাভ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

'আরণ্যক' ১৮ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। বিহার — প্রদেশের অরণ্য — অঞ্চলের পটভূমিকায় উপস্থাপিত প্রকৃতি এবং মানবজীবনের কাহিনী। কাব্যময় ভাষায় একটি জঙ্গলের বিবরণকে লেখক যে-ভাবে ব্যক্ত করেছেন তা তুলনা রোহিত। সর্বোপরি এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন গোলোককে। বিচিত্র মানুষ ও চরিত্র এসেছে উপন্যাসে — দুর্ভাগিনী কুন্তা, সরল দার্শনিক ভক্ত ও ভক্ত রাজু, অসহায় মহাজন, সাঁওতাল রাজু, অরণ্য প্রেমিক গিরিধারী লাল, ভানুমতি প্রমুখ।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' সুখপাঠ্য কাহিনী যাতে দেখানো হয়েছে একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাচক হোটেলে কাজ করতে করতে হোটেলে মালিক হবার স্বপ্ন দেখে ও তা পূরণ হয়। মানুষের সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আপন কর্মের প্রতি আনুগত্য ও সকলের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক রাখা যে একজন মানুষের কামনা পূর্তিতে সহায়ক হয় — জীবনের এই সরল সত্য 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে কথিত হয়েছে।

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পুরাতন জীবনবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করেও এক নতুন মনোরাজ্য নির্মাণ করেছেন।

'দুইবাড়ি' উপন্যাসে এসেছে মুক্তার নিধিরামের আখ্যান। অভাব দৈন্য তায় নিধিরামের জীবনে মঞ্জরী ও হেম এলেও — এই দুই নারীর কাউকেই সে লাভ করতে পারেনি। 'অনুবর্তন' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের শিক্ষার জীবনের অভিজ্ঞতা ধরা আছে।

'দেবযান' আধ্যাত্মলোকের কথা। মর্ত্যমায়া কাটাবার পর মানুষ অন্য লোকে চলে যায়। যারা মুক্ত আত্মা তারা যায় উন্নত লোকে কিন্তু এর অনেক ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। সেই অনন্ত লোকের বার্তা 'দেবযান'।

'ইছামতি' বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বের রচনা। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের 'ইছামতি' নদী শোভিত গ্রাম বাংলার এক সার্থক চিত্র এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ। 'ইছামতী' একটি বস্তুনিষ্ঠ — সামাজিক দলিল হওয়ার পাশাপাশি এটি একটি মহাকাব্যিক উপন্যাসও বটে — যার নায়ক 'মহাকাল'।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির আলোচনার নিরিখে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলি আলোচনা করতে পারি —

(ক). বিভূতিভূষণ ভিন্নধর্মী লেখক। তাঁর সৃষ্টির রথচক্র মৃত্তিকাকে ছুঁয়ে মালিন্য স্পর্শে হয় না — তা অমূর্ত সাধনায় দ্যুতিময়।

(খ). তিনি রোমান্স প্রবণ কবি প্রাণ ঔপন্যাসিক। রোমান্সের অপরূপ মায়া ও কবিত্বের কল্পনাময় দীপ্তিতে তাঁর রচনা উদ্ভাসিত।

(গ). তিনি বাস্তবতাকে অবহেলা করেননি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি — কান্নার প্রকাশে তিনি দক্ষ।

(ঘ). বিভূতিভূষণ প্রকৃতি প্রেমিক প্রকৃতির এত সূক্ষ্ম সুন্দর অনুপম বর্ণনা অন্য কোনো বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেখা যায় না।

(ঙ). বিভূতিভূষণ অলৌকিক রসের রসিকও বটে, অতীন্দ্রীয় জীবন, অতি লৌকিক সত্তার পরিচয় তিনি লাভ করেছেন।

Scanned with CamScanner